কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

স্মারক নং-১২.০০.০০০০.০৯৮.০২.০০৫.২৪.৬৩

তারিখ: ০৭ বৈশাখ ১৪৩২
২০ এপ্রিল ২০২৫

বিষয়ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ১১৩-তম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১১-০৩-২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ১১৩তম সভার কার্যবিবরণী (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও সংশ্লিষ্ট ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়েছে)।

Sajib
২০/০৪/২০২৫
মোঃ ইমরান হোসেন সজীব
সহকারী বীজতত্ত্ববিদ
ফোন: ৫৫১০০২৩৮
E-mail: acs1@moa.gov.bd

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা/সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
৩) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
৪) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
৫) যুগ্মসচিব, (প্রবিধি-১), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়;
৬) পরিচালক (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।
৭) সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
৯) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
১০) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭;
১১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০০;
১২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা-৬৬২০;
১৩) মহাপরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, সাভার, ঢাকা;
১৪) মহাপরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
১৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর;
১৬) প্রফেসর ড. এম. ময়নুল হক, প্রোভিসি, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৬;
১৭) প্রফেসর ড. নাসরিন আক্তার আইভী, প্লান্ট ব্রিডিং এন্ড জেনেটিক্স, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৬;
১৮) নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
১৯) পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
২০) মহাব্যবস্থাপক (বীজ),বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
২১) মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা),বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
২২) মহাব্যবস্থাপক (পাট বীজ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
২৩) ড. আব্দুস সালাম, সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
২৪) ড. মোঃ মতিয়ার রহমান, পরিচালক, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর;
২৫) ড. মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর;
২৬) মোহাম্মদ শামছুর রহমান খান, উপ-পরিচালক (জাত পরীক্ষা), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর;
২৭) জনাব রেবেকা পারভীন, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রন),বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
২৮) পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ডিএই, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
২৯) প্রফেসর ড. মো: আমির হোসেন, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২;
৩০) জনাব মো: ফখরুল হাসান প্রধান, প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা), বিএডিসি, বীজ বিশেষজ্ঞ;
৩১) তাজওয়ার মো: আউয়াল, পরিচালক, লাল তীর সীড লিমিটেড;
৩২) জনাব সুধির চন্দ্র নাথ, বিজনেস ডিরেক্টর, এসিআই, ২৪৫ এসিআই সেন্টার, তেজগাঁও বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২০৮;
৩৩) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (কৃষি),এসিআই, ২৪৫ এসিআই সেন্টার, তেজগাঁও বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২০৮;
৩৪) চেয়ারম্যান, এ আর মালিক সিডস্ প্রাইভেট লিমিটেড, আফতাবনগর, ঢাকা-১২১২;
৩৫) চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সিডস্, ১০ গরীব-ই-নেওয়াজ এভিনিউ, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

৩৬) জনাব মো: আরিফ হাসান, ঠিকানা: সায়রা, মৌলভীপাড়া, শ্যামগঞ্জ, তারাগঞ্জ, রংপুর, কৃষক প্রতিনিধি-১;
৩৭) জনাব মো: আমজাদ হোসেন প্রামানিক, ঠিকানা: শাহনগর, চুপিনগর, কামারপাড়া, শাহজানপুর, বগুড়া, কৃষক প্রতিনিধি-২;
৩৮) কৃষিবিদ মো: শাহজাহান আলী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজি, ঢাকা;
৩৯) ড. মো: সারওয়ার হোসেন, প্রফেসর, বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতি;
৪০ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ১/ডি, মনিপুরিপাড়া, সংসদ ভবন এভিনিউ, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
০১) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৩) সিস্টেম এনালিষ্ট, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয় **(কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);**
০৪) অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ মহোদয়ের ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়;
০৫) অফিস কপি।

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moa.gov.bd

জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ১১৩-তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ১১ মার্চ ২০২৫
সময় : বেলা ১১.০০টা
স্থান : কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য প্রধান বীজতত্ত্ববিদ'কে আহবান জানালে তিনি সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ১। জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১২-তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) ১১২-তম সভা ২৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী ১৩/০৫/২০২৫ তারিখে ১২.০০.০০০০.০৯৮.০২.০০৫.২৪.১০৩ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যের নিকট পাঠানো হয়। সভায় পরিচালক (এসসিএ) মহোদয় কতিপয় সংশোধনী উল্লেখ করেন। সংশোধনীটি সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয় এবং কার্যবিবরণীটি দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১) জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১২-তম সভার কার্যবিবরণীতে আলোচ্য বিষয় ৬: সিদ্ধান্ত (১) অংশে "টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে বীজ আলু উৎপাদনের জন্য "নোটিফাইড ও নন-নোটিফাইড ফসলের বীজ মান ও মাঠ মান নির্ধারণ সংক্রান্ত ম্যানুয়েল, ২০১০"এ বর্ণিত বীজ আলুর মাঠমান ও বীজমান ব্যবহারের এর পরিবর্তে বীজ আলুর টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন, মূল্যায়ন এবং নিবন্ধন নির্দেশিকা, ২০১৯ এর ৮নং ধারাতে বর্ণিত টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজ আলুর মাঠমান ও বীজমান ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হলো" সংশোধন করে কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ২। পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

পূর্ববর্তী সভার বিষয়	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি/সিদ্ধান্ত
(২.১) Bangladesh National Trade Faciliation Committee (NTFC) এর ৭ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বিষয়ে আলোচনা।	(১) WTO এর Agreement on Trade Facilitation (TFA) এর নিমিত্ত Bangladesh National Trade Facilation Committee (NTFC) এর ৭ম সভায় বীজ বিধিমালা, ২০২০-এর ইংরেজি ভাষায় প্রকাশের অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় সদস্যগণ আলোচনা করেন এবং বীজ বিধিমালা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। (২) বীজ বিধিমালা, ২০২০ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশের বিষয়ে মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
(২.২) বীজ আলু বীজমান ও মাঠমান সংশোধন ।	(২) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি সকল দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে "নোটিফাইড ও নন-নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান নির্ধারণ সংক্রান্ত ম্যানুয়াল, ২০১০" সময়োপযোগী করে হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হলো।	কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে

আলোচ্য বিষয় ৩: ২০২৩-২৪ আমন মৌসুমের হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
২০২৩-২৪ আমন মৌসুমের ১৩ (তেরো)টি বীজ কোম্পানি হতে হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের জন্য ১৬ (ষোলো)টি হাইব্রিড ধানের জাতের বীজের নমুনা পাওয়া যায়। উক্ত ১৬টি হাইব্রিড জাতের সাথে ১টি চেক জাত ব্রিধান৮৭ সহ মোট ১৭টি জাত ১টি সেটে (A সেট কোড নং- H-1659 থেকে H-1675) ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ খরিফ-২ মৌসুমে ট্রায়ালকৃত আমন ধানের জাতের মধ্যে ১টি জাত ১ম ও ২য় বর্ষের ফলাফলের ভিত্তিতে চেকজাত ব্রি হাইব্রিড ধান৮৭ এর চেয়ে ৩টি অঞ্চলে অনস্টেশন এবং অনফার্মে ২০% Standard Heterosis বেশী হয়েছে। বায়ার হাইব্রিড ধান৯ (এরাইজ এ জেড ২২৪১ এস টি) অঞ্চলভিত্তিক চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবনন্ধনের উদ্দেশ্যে কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত হাইব্রিড আমন ধানের জাত বায়ার হাইব্রিড ধান৯ (এরাইজ এ জেড ২২৪১ এস টি) হিসেবে চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর এই ৩টি অঞ্চলের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়৪: বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ৪টি হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
২০২৩-২৪ বর্ষে বোরো হাইব্রিড ধানের নতুন জাতের ফলাফল পর্যালোচনার ভিত্তিতে চেক জাত ব্রিধান৮৮ এর চেয়ে ২০% বেশী Standard Heterosis হওয়ায় নিম্নবর্ণিত ৪টি ধানের জাত চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধন প্রদানের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। যথা:- (১) ভিএনআর সীডস বাংলাদেশ প্রা. লিমিটেড কর্তৃক ভিএনআর হাইব্রিড ধান১ (**VNR-17393**) জাতটির উৎস ভারত। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ১০.৪৭ মে.টন, জীবনকাল ১৪৩ দিন, চাল মোটা; জাতটি চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর এই ৩টি অঞ্চলের নিবন্ধনের জন্য মাঠ মূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (২) ভিএনআর সীডস বাংলাদেশ প্রা. লিমিটেড কর্তৃক ভিএনআর হাইব্রিড ধান২ (**VNR-17420**) জাতটির উৎস ভারত। জাতটির উৎস ভারত। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ১০.৫৬ মে.টন, জীবনকাল ১৪৬ দিন, চাল মাঝারি চিকন; চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর এই ৩টি অঞ্চলের নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৩) মাহিকো বাংলাদেশ প্রা. লিমিটেড প্রস্তাবিত মাহিকো হাইব্রিড ধান৯ (MIP-4565) জাতটির উৎস ভারত। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ১০.৫২ মে.টন, জীবনকাল ১৪৫ দিন, চাল লম্বা মোটা; চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর এই ৩টি অঞ্চলের নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৪) বায়ার ক্রপ সায়েন্স লিমিটেড বাংলাদেশ প্রস্তাবিত বায়ার হাইব্রিড ধান১০ (Arize¯AZ6585 ST) জাতটির উৎস ভারত। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ৯.৮৬ মে.টন, জীবনকাল ১৩৯ দিন, চাল লম্বা চিকন; চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর এই ৩টি অঞ্চলের নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে।	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ৪টি হাইব্রিড ধানের জাত ভিএনআর হাইব্রিড ধান১ (**VNR-17393**), ভিএনআর হাইব্রিড ধান২ (**VNR-17420**), মাহিকো হাইব্রিড ধান৯ (MIP-4565), বায়ার হাইব্রিড ধান১০ (Arize¯AZ6585 ST) জাতগুলো চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর এই ৩টি অঞ্চলের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৫: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত উপকূলীয় জোয়ার ভাটা অঞ্চলের জন্য উপযোগী ০১ (এক)টি ইনব্রেড আমন ধানের জাত ছাড়করণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর প্রস্তাবিত ব্রি ধান১০৯ এর কৌলিক সারি বিআর৯১৫৮-১৯-৯-৬-৫০-২-এইচআর১। উল্লিখিত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) তে ২০০৮ সালে ব্রি ধান৪৪ এর সাথে ব্রি ধান৫২ এর সংকরায়ণ করা হয় এবং পরবর্তীতে মার্কার এসিস্টেড ব্যাকক্রস এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। উল্লিখিত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা মাঠে হোমোজাইগোসিটি আনয়ন এবং ফলন পরীক্ষার পর ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালে দেশের বিভিন্ন বন্যা এবং জোয়ার-ভাটা প্রবণ এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। ২০২৩-২৪ সালে কৌলিক সারিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ১০ (দশ)টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। প্রস্তাবিত ব্রি ধান১০৯ এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া, গাঢ় সবুজ, প্রশস্ত ও লম্বা, পাতার রং সবুজ। পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১২৮ সে. মি.। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ৩১.০ গ্রাম। চালের আকার আকৃতি লম্বা ও মাঝারি মোটা এবং রং সাদা। এ ধানের দানায় এ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৫.৪ ভাগ। এছাড়া প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ১০.৬ ভাগ এবং ভাত ঝরঝরে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে ১৫। Stem length(culm length):measure from the base of plants to the neck of panicles, ১৯। Panicle length: measured from the tip of the panicle of main tillers without awn, ৩১। Grain: length (without dehulling) এবং ৩৬। Decorticated grain (bran): color এই ৪টি বৈশিষ্ট্যে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত ব্রি ধান৪৪ হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গেছে। (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত ইনব্রেড আমন ধানের কৌলিক সারি বিআর৯১৫৮-১৯-৯-৬-৫০-২-এইচআর১ লাইনটি ব্রি ধান১০৯ নামে সারাদেশে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত বিআর৯১৫৮-১৯-৯-৬-৫০-২-এইচআর১ কৌলিক সারিটি "ব্রি ধান১০৯" হিসেবে সারাদেশে আমন মৌসুমে জোয়ার ভাটা অঞ্চলের জন্য ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৬: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলের জন্য উপযোগী ০১ (এক)টি ইনব্রেড আমন ধানের জাত ছাড়করণ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর প্রস্তাবিত ব্রি ধান১১০ এর কৌলিক সারি IR16F1148 (আইআর১৬এফ১১৪৮)। উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) এ ২০১৩ সালে আইআর২৬২ এর সাথে পিআর৩০২৪৫-১০-৪১৪ এর সংকরায়ণ করে এবং পরবর্তীতে বাল্ক ব্রিডিং মেথড এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। বিগত ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) হতে এনে নিজস্ব গবেষণা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা মাঠে ০৪(চার) বছর ধরে হোমোজাইগোসিটি আনয়ন এবং ফলন পরীক্ষার পর ২০২০ এবং ২০২১ সালে দেশের বিভিন্ন বন্যা প্রবণ এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। ২০২২-২৩ সালে কৌলিক সারিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ০২ (দুই)টি অঞ্চলের ০৬ (ছয়)টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। শুধুমাত্র ০১ (এক)টি স্থান (ব্রি, গাজীপুর) এ কৃত্রিম পরিবেশে Submergence tank এ ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু অবশিষ্ট ০৫ (পাঁচ)টি স্থানে প্রতিকূল পরিবেশ পাওয়া যায়নি, বিধায় ১০৭তম জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবিত জাতটি পুনরায় প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু এলাকায় পুন:ট্রায়াল করে তথ্য জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন এবং	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত আইআর১৬এফ১১৪৮ কৌলিক সারিটি "ব্রি ধান১১০" হিসেবে সারাদেশে আমন মৌসুমে আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলের জন্য ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
Stress Tolerance জাতের ক্ষেত্রে ট্রায়ালকৃত অঞ্চলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে বিদ্যমান ইনব্রেড ধানের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতির গাইডলাইনে সংযোজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ২০২৩-২৪ সালে কৌলিক সারিটি পুনরায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ১০ (দশ)টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। প্রস্তাবিত ব্রি ধান১১০ এর ডিগ পাতা খাড়া, গাঢ় সবুজ, প্রশস্ত ও লম্বা, পাতার রং সবুজ। পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১২০ সে. মি.। জাতটির গড় জীবনকাল বন্যামুক্ত পরিবেশে ১২৩ দিন এবং দুই সপ্তাহের বন্যায় ১৩৩ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২২.০৬ গ্রাম, চালের আকার আকৃতি লম্বা ও মাঝারি চিকন এবং রং সাদা। এ ধানের দানায় এ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৪.৩ ভাগ। এছাড়া প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮.৮ ভাগ এবং ভাত ঝরঝরে। (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত ইনব্রেড আমন ধানের কৌলিক সারি আইআর১৬এফ১১৪৮লাইনটি ব্রি ধান১১০ নামে আমন মৌসুমে আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলের জন্য ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	

আলোচ্য বিষয় ৭: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত বন্যা প্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী ০১ (এক)টি ইনব্রেড আমন ধানের জাত ছাড়করণ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর প্রস্তাবিত ব্রি ধান১১১ এর কৌলিক সারি নং BR10260-5-15-21-6B। হাওর ও বিলের অগভীর বন্যার পানিযুক্ত (১ মিটার) নিচু এলাকার উপযোগী বোনা আমন মওসুমের জন্য জলি আমন ধানের এ জাতটি নির্বাচন করা হয়। তিলোক-কাচারি (মধ্যম মাত্রার স্টেম ইলঞ্জেশন ও মধ্যম মাত্রার জলমগ্নতা সহিষ্ণু) এবং ব্রি ধান৪১ এর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে এবং কৌলিক বাছাই (Pedigree Selection) পদ্ধতিতে BR10260-5-15-21-6B উদ্ভাবিত হয়। ২০২২-২৩ সালে কৌলিক সারিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ০৬(ছয়)টি অঞ্চলের ১০(দশ)টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ও জীবনকালের তারতম্য এর কারণে ১০৭তম জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জাতটি ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয় নি। ২০২৩-২৪ সালে পুনরায় কৌলিক সারিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ১০ (দশ)টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। প্রস্তাবিত ব্রি ধান১১১ একই সাথে লম্বা ও হেলে পড়া সহিষ্ণু। ১৬৭ সেমি উচ্চতার লম্বা গাছে উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ডিগ পাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ। জাতটি আলোক সংবেদনশীল। এ জাতের কান্ডের গোড়া বাঁশের মত শক্ত, কান্ডে শর্করার পরিমাণ প্রচলিত জাতের চেয়ে প্রায় তিন গুন বেশী। মধ্যম মাত্রার Stem Elogation প্রদর্শনপূর্বক এটি অগভীর বন্যার পানিযুক্ত (১ মিটার) নিচু অঞ্চলে টিকে থাকতে পারে। ধানের দানার আকৃতি মাঝারি মোটা। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪.৯৮ গ্রাম, প্রোটিনের পরিমান ৭.৯ % ও এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭.৫%। (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত ইনব্রেড আমন ধানের কৌলিক সারি BR10260-5-15-21-6B লাইনটি ব্রি ধান১১১ নামে আমন মৌসুমে বন্যা প্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী অঞ্চলের জন্য ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত BR10260-5-15-21-6B কৌলিক সারিটি "ব্রি ধান১১১" হিসেবে সারাদেশে আমন মৌসুমে বন্যা প্রবণ এলাকার অঞ্চলের জন্য ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৮: গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ও জিংক সমৃদ্ধ ০১ (এক)টি ইনব্রেড আমন ধানের জাত ছাড়করণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রস্তাবিত GAU dhan3 (জিএইউ ধান৩) এর কৌলিক সারি বিইউ-১০৩-২৫-৫-৩। উক্ত কৌলিক সারিটি বিইউ এসিসি-৩৪ এর সাথে বিইউ এসিসি-৫১ এর সংকরায়ন করে এবং পরবর্তীতে বংশানুক্রমে সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। উক্ত কৌলিক সারিটি গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা মাঠে ০৪ (চার) বছর ধরে হোমোজাইগোসিটি	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত বিইউ-১০৩-২৫-৫-৩ কৌলিক সারিটি

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
আনয়ন এবং ফলন পরীক্ষার পর ২০২১ এবং ২০২২ সালে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। অতঃপর ২০২৩ সালে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক স্থাপিত প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় (পিভিটি) কৃষকের মাঠে সন্তোষজনক ফলাফল প্রদান করায় জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশের পর রোপা আমন মৌসুমের জিংক ও আয়রন সমৃদ্ধ সুগন্ধি প্রিমিয়াম কোয়ালিটি জাত হিসেবে ছাড়করণের জন্য আবেদন করা হয়। প্রস্তাবিত বিইউ ধান৩ এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া, গাঢ় সবুজ, প্রশস্ত ও লম্বা, পাতার রং সবুজ। পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১৪৭ সে.মি.। জাতটির গড় জীবনকাল আমন মৌসুমে ১২০-১২৫ দিন এবং বোরো মৌসুমে ১৪০-১৪৫ দিন। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২১.৬ গ্রাম। চালের আকার আকৃতি লম্বা ও চিকন এবং রং সাদা। এ ধানের দানায় এ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৬ ভাগ। ভাত ঝরঝরা। চালে দস্তা এবং লৌহ এর পরিমাণ যথাক্রমে ২৩.৬ মি.গ্রা. এবং ১১ মি.গ্রা.। গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ইনব্রেড আমন ধানের কৌলিক সারি বিইউ-১০৩-২৫-৫-৩ কৌলিক সারিটি "GAU dhan3 (জিএইউ ধান৩)" নামে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ও জিংক সমৃদ্ধ ধান হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	"GAU dhan3 (জিএইউ ধান৩)" নামে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ও জিংক সমৃদ্ধ ধান হিসেবে আমন মৌসুমে সারাদেশে ছাড়করণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৯: সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত জিংক সমৃদ্ধ ০১ (এক)টি ইনব্রেড আমন ধানের জাত ছাড়করণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিমিটেড এর প্রস্তাবিত সুপ্রীম ধান১ এর কৌলিক সারি নং এসআর১৮২৪-১২-২২-১-৩-১ জাতটি পানপাতা এবং সাদা স্বর্ণা এর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে এবং কৌলিক বাছাই (Pedigree Selection) পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত হয়। সুপ্রীম ধান গবেষণা কেন্দ্রে উক্ত কৌলিক গবেষণা কার্যক্রম ২০১৮ সন থেকে শুরু হয় এবং মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। ২০২৩-২৪ সালে কৌলিক সারিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ১০(দশ)টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ। দানা মাঝারি মোটা এবং পাকার পরে ধান ঝড়ে পড়ে না। ধানের দানার রং গাঢ় লাল। ভাত ঝরঝরে ও খেতে সুস্বাদু। চালে অ্যামাইলোজ ২৪.৩৩%, প্রোটিন ৭.৫% এবং জিংক ২৮.৫ পি পি এম। প্রস্তাবিত জাতটির পলিশড গ্রেইন এ জিংক এর পরিমাণ ২৮.৫ পিপিএম। যা ক্লাস-১ ক্যাটাগরিতে পড়ে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত জিংক সমৃদ্ধ জাতগুলোর মধ্যে প্রস্তাবিত সুপ্রীম ধান১ জাতটিতে জিংক এর পরিমাণ সর্বোচ্চ। সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত জিংক সমৃদ্ধ ইনব্রেড আমন ধানের কৌলিক সারি এসআর১৮২৪-১২-২২-১-৩-১ লাইনটি সুপ্রীম ধান১ নামে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত আমন মৌসুমে জিংক সমৃদ্ধ কৌলিক সারি এসআর১৮২৪-১২-২২-১-৩-১ লাইনটি সুপ্রীম ধান১" হিসেবে সাময়িকভাবে নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

পরিশেষে, সভাপতি সভায় অংশগ্রহণ করে মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়